রত্নবতী

প্রথম পরিচ্ছেদ

গুজরাট নগরের রাজপুত্রের সহিত সেই রাজ্যের মন্ত্রিপুত্রের অভেদ্য প্রণয় ছিল। রাজপুত্রের নাম সুকুমার এবং মন্ত্রিপুত্রের নাম সুমন্ত। সুমন্ত বিদ্যাবুদ্ধিতে রাজতনয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা বাল্যকালাবধি যৌবনকাল পর্য্যন্ত একত্র ভোজন, একত্র শয়ন এবং একসঙ্গে ক্রীড়াদি করাতে প্রণয়ের বিশেষ আধিক্য জন্মিয়াছিল। কিন্তু কালের কি আশ্চর্য্য গতি। মনুষ্যের সৌভাগ্য-শশী কখনই সমভাব থাকে না। সময়ে পূর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। রাজকুমার সুকুমার এবং মন্ত্রিকুমার সুমন্তের মিত্রতা তাহারই প্রমাণ দিয়াছিল।

একদা প্রভাকর দৈনিক কার্য্য সমাধানান্তর লোহিত-বসনাবৃত হইয়া পশ্চিমাচলে গমনোদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় রাজনন্দন ও মন্ত্রিতনয় অত্যুৎকৃষ্ট বেশভূষায় ভূষিত হইয়া প্রদোষকালে বিশুদ্ধ বায়ুসেবন করিতে বহির্গত হইলেন। ইতস্ততঃ নগরের সুচারু শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে রাজনন্দন সুকুমার মৃদুমধুর সম্বোধনে প্রাণাধিক মিত্র মন্ত্রিপুত্রকে বলিলেন, সখে! বল দেখি, ধন শ্রেষ্ঠ কি বিদ্যা শ্রেষ্ঠ? মন্ত্রিপুত্র হাস্য করিয়া বলিলেন, বন্ধো! ইহা আর জিজ্ঞাস্য কি? ধন অপেক্ষা বিদ্যা সহস্র অংশে শ্রেষ্ঠ। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজনন্দন বিরক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, না তাহা কখনই হইতে পারে না। আমরা সচরাচর দেখিতেছি ধনবানেরা জগজ্জনমধ্যে বিশেষ গণ্য ও আদরণীয় হন। তাঁহারা কোন বিষয়ে নির্ধন লোকের ন্যায় চিন্তাজ্বরে জর্জ্জরীভূত হন না, বিপদেও চিত্তসুখ সম্ভোগ করিয়া নিশ্চিন্তে কালযাপন করেন। এমন কি তিলার্দ্ধকালের জন্যও দুঃখিত থাকেন না। নির্ধন ব্যক্তি যতই কেন বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন হউন না, তাঁহাদিগকে চিরদিন ধনীদিগের পদানত ভৃত্য থাকিতে হয়। তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, ধনহীন ব্যক্তির জন্মই বৃথা। ধনীরা বিপদাপন্ন নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণকে ধনদ্বারা নিরাপদ করিয়া আশ্রয় প্রদান করিতে সমর্থ হন। পরিবারদিগকে স্বচ্ছন্দে ভরণপোষণ করিয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করেন, এবং সমুদায় ধর্ম্মই তাঁহাদের আয়ত্তে থাকে। সুতরাং ধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সুমন্ত অতি বুদ্ধিমান ও কৃতবিদ্য, সুতরাং রাজনন্দনের এই অযৌক্তিক বাক্য শ্রবণে কিয়ৎকাল মৌনভাবে থাকিয়া বলিলেন, বন্ধো! পরম কারুণিক পরমেশ্বর যে সমুদায় বৃত্তি প্রদান করিয়া মানবকুলের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, বিদ্যা ভিন্ন তাহা পরিমার্জ্জিত হয় না। যে জ্ঞানের নিমিত্ত মনুষ্যেরা সকল প্রকার জীবজন্তুর উপর একাধিপত্য স্থাপন ও ঈশ্বরের অস্তিত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাও বিদ্যা ব্যতীত লব্ধ হয় নাই। আপনি কিঞ্চিৎ স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিদ্যাদ্বারা সকল কার্য্যই সাধিত হইতে পারে। অভাবনীয় ও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্যসমূহ কেবল বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারাই সম্পন্ন হইতেছে। যে কার্য্য বিদ্যাহীন লোক প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও সমাধা করিতে পারে না, তাহা বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসে সাধন করিয়া আপামর সাধারণের হিত সাধন করেন। মিত্র! বিদ্যা-বুদ্ধিবিহীন ধনীরা বিজ্ঞলোকের ন্যায় নিত্য চিত্তসুখ সম্ভোগ করিতে পারেন না। ধনীদিগের অন্তঃকরণ সর্বদাই অসুখী; কেননা তাঁহারা কুসংস্কারের ক্রীতদাস। সামান্য বিষয়েই তাঁহারা উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল হন। আপনি কি বিবেচনায় বিদ্যা অপেক্ষা ধনের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেছেন, বুঝিতে পারি না। বোধ হয় প্রমাদে পতিত হইয়াছেন।

আপন সিদ্ধান্তের বিপরীত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজকুমার সক্রোধ লোচনে বলিলেন, কি বৃথা তর্কবিতর্ক করিতেছ? আমি চিরকালই জানি, তুমি আমার বাক্য খণ্ডন করিতে সাধ্যমতে ত্রুটি কর না, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিবে যে পৃথিবীর কেহই আমার বাক্য খণ্ডন করিতে পারে না। তুমি নিস্তব্ধ হও, ধনই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদার্থ। সুমন্ত কহিলেন, যুবরাজ! অকারণ ক্রোধ করেন কেন? এ তর্কের মীমাংসা স্বদেশে হইবার সম্ভাবনা নাই। যে দেশ উভয়েরই অপরিচিত এমন এক দেশে গমন করা যাউক, তাহা হইলে দেখা যাইবে, ধন দ্বারাই বা কি কার্য্য সিদ্ধ হয় এবং বিদ্যাদ্বারাই বা কি কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। রাজকুমার তাহাতে সম্মত হইলেন। অতঃপর ভিন্নদেশে গমন করাই স্থির হইল। সেই দিনই রাজনন্দন পশ্চিমাভিমুখে এবং মন্ত্রিনন্দন পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজনন্দন নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে বনপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। সপ্তাহকাল নিবিড় বন পর্য্যটন করিয়া এক দিবস প্রভাকরের প্রখর কিরণে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলান্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও

জলপ্রাপ্ত হইলেন না। একে মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণ, তাহাতে আবার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বনে বনে ভ্রমণ করাতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া খেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হা পরমেশ্বর! আমি আপন দোষে আপনি বিপদে পড়িয়াছি, ঘোরতর পিপাসা আমার জীবন-নাশিনী হইয়াছে, আর সহ্য হয় না। এই তৃষ্ণার্ত্ত নরাধম সন্তানের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া কিঞ্চিৎ জীবনদানে জীবন রক্ষা করুন। রাজপুত্র এবম্প্রকার আক্ষেপ করিয়া পুনরায় জলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দূর অতি কষ্টে গমন করিয়া হঠাৎ এক মনোহর উদ্যানমধ্যস্থিত একটি সুরম্য সরোবর দৃষ্ট হইলে রাজকুমার ত্রস্তভাবে তাহার তটবর্ত্তী হইলেন। রাজপুত্রের পিপাসা ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি আর এক আশ্চর্য্য ঘটনা অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সেই জলাশয়ের সোপানপার্শ্বে একটি কপিবর তপস্বী বেশে করে অক্ষমালা ধারণ করিয়া নয়ন মুদিয়া জগদীশ্বরের ধ্যান করিতেছিল। যুবরাজ বঙ্কিম চক্ষে তাহাকে দর্শন করিতে করিতে সরোবরে অবরোহণ পূর্ব্বক হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার পদভ্রষ্ট একবিন্দু বারি কপিবেশধারী তপস্বীর গায়ে পতিত হইবামাত্র কপিদেহ পরিবর্ত্তন হইয়া তাঁহার মনুষ্যদেহ হইল। তখন তিনি অতি ভয়াবহ গভীর শব্দে কহিতে লাগিলেন, ওরে নরাধম পাপিষ্ঠ, কে তুই? তুই কি জন্য আমার সমাধি ভঙ্গ করিলি? কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, প্রতিফল প্রদান করিতেছি। রাজনন্দন সুকুমার তাঁহার তর্জ্জনে কম্পিতকলেবর হইয়া কহিলেন, হে তাপসশ্রেষ্ঠ! আমার অজ্ঞাতসারে বারিবিন্দু আপনার গাত্রে পতিত হইয়াছে। অতএব কৃপা করিয়া আমার এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি বহু কষ্ট সহ্য করিয়া ভবদীয় শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি। রাজতনয়ের এবম্ভূত সকাতর স্তুতিবাক্যে তপস্বী ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কহিলেন, তুমি কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? এবং কি নিমিত্ত এই তরুণ বয়সে বনপর্য্যটনযন্ত্রণা সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছ? সবিশেষ সমস্ত বর্ণন কর, শুনিতে একান্ত ইচ্ছা হইতেছে। রাজনন্দন আত্মবিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। উদাসীন হাস্য করিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। সুকুমার কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বিবিধ প্রকার স্তব করিতে লাগিলেন। তপস্বী যোগবলে তাঁহার মনোগত ভাব অবগত হইয়া আপন করস্থিত অঙ্গুরীয়ক তাহাকে প্রদান করিলেন। কহিলেন, বৎস, এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ কর। ইহার নিকট তুমি যখন যাহা চাহিবে, তৎক্ষণাৎ

তাহা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু তুমি এই অরণ্যানীর উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব প্রদেশ পরিভ্রমণ করিও, পশ্চিম প্রদেশে কদাচ গমন করিও না। তাহা হইলে বিপদ ঘটিবে। সুকুমার অঙ্গুরী প্রাপ্ত হইয়া তপস্বীর পদচুম্বন পূর্ব্বক পুনরায় স্তব করিলেন। তপস্বী তাঁহাকে বিদায় করিয়া পূর্ব্ববৎ বানরাকৃতি হইয়া আপন ইষ্ট দেবতাতে মনোনিবেশ করিলেন। রাজনন্দন আপন উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইলেন।

পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর এই তিনদিক ভ্রমণ করিয়া রাজকুমার চিন্তা করিলেন, যোগী পশ্চিমে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কি জন্য নিষেধ করিলেন? পরে এই স্থির সিদ্ধান্ত হইল পশ্চিম দিকে কোন আশ্চর্য্য পদার্থ থাকিতে পারে, অতএব তাহা অবলোকন করা কর্ত্তব্য। আমার বিপদ হইবার সম্ভাবনা কি আছে? তপস্বী-দত্ত অঙ্গুরীয়কের নিকট যাহা প্রার্থনা করিব তাহাই পাইব। এক্ষণে পশ্চিম প্রদেশেই গমন করা বিধেয়। এই ভাবিয়া তিনি একাদিক্রমে পশ্চিমাভিমুখে গমন আরম্ভ করিলেন। এইরূপে বিংশ দিবস নানা বন উপবন ও পর্ব্বতশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে একটি অপূর্ব্ব নগরে প্রবেশ করিলেন। তত্রত্য অভিনব বস্তু, মানবমণ্ডলী ও নগরের শোভা দর্শন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, দেখিলেন, সম্মুখেই রাজবাটীর প্রবেশদ্বারে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরফলকে স্বর্ণাক্ষরে এই লিখিত আছে, "এই রত্নপুর সাম্রাজ্যেশ্বরের দুহিতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সপ্তাহকাল তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবেন, তিনি তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন। যিনি উক্ত সাতদিন অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন, তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারাবাসে থাকিতে হইবে।"

নৃপনন্দন উক্ত বিজ্ঞাপনী পাঠ করিয়া এবং অন্য অন্য লোকের নিকট রাজদুহিতার রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কপিরূপী তপস্বী-দত্ত যে অমূল্যরত্ন আমার নিকটে আছে, তাহার সহায়তায় রাজকুমারীর অভীষ্ট সমুদায় অবলীলাক্রমে প্রদান করিতে পারিব, অতএব রাজদুহিতার পাণিপীড়নে যে আমি সমর্থ হইব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ কল্পনাপথবর্ত্তী হইয়া সাহস ও উৎসাহ সহকারে পার্শ্ববর্ত্তী ডঙ্কাধ্বনি করিলেন।

তৎক্ষণাৎ কতিপয় পরম সুন্দর যুবা পুরুষ আসিয়া রাজনন্দের হস্তধারণ-

পূর্ব্বক নৃপতিসন্নিধানে সভামণ্ডপে লইয়া গেল। রাজা যথোচিত সমাদরে নিকটবর্ত্তী অপূর্ব্ব আসন গ্রহণ করিতে অনুমতি করিলেন। রাজনন্দন ভূপতিকে সবিনয় সম্ভাষণ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। নৃপতি যুবরাজের ভুবন-মোহন রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই যুবকটি অবশ্যই কোন রাজকুল অলঙ্কৃত করিয়াছেন, কিন্তু আমার কন্যা কি দুর্ভাগ্যবতী, এইরূপ সুকুমারের অঙ্কলক্ষ্মী না হইয়া বরং যথাসর্ব্বস্ব হরণপূর্ব্বক ইহাকে বিপদে পাতিত করিবে। যাহা হউক, এই উৎসাহোন্মুখ যুবককে সবিশেষ অবগত করাইয়া পূর্ব্বেই সতর্ক করা আমার কর্ত্তব্য হইতেছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া নরপতি ম্লানবদনে মৃদু সম্বোধনে কহিলেন, বৎস! তোমার আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া আমার অনুভব হইতেছে, তুমি কোন সম্ভ্রান্ত বংশ বা রাজকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, দেশ পর্য্যটন ব্যতীত তোমার অন্য কোন অভিসন্ধি ছিল এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক, তুমি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া ডঙ্কাধ্বনি করাতে ইচ্ছা করিয়া বিপদহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছ। কতশত রাজপুত্র অসংখ্য ধনরত্ন ও বিবিধ প্রকার আশ্চর্য্য বস্তু প্রদান করিয়াও আমার অঙ্গজার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারেন নাই। বিবাহ করিয়া সুখ-সম্ভোগ করা দূরে থাকুক, কারাগারে চিরকষ্ট ভোগ করিতেছেন। আপনার সহিত ধনজন কিছুমাত্র দেখিতেছি না. কি প্রকারে রাজকন্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন, বুঝিতে পারিতেছি না। বৎস! আমি পুনঃপুনঃ নিষেধ করিতেছি, ইচ্ছা করিয়া অনলে অঙ্গ বিসর্জন করিও না। স্ত্রীরত্নলাভলালসা পরিত্যাগ কর। আমার দুহিতার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে তখন আমার রক্ষা করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। যুবরাজ নৃপতির বাক্য শুনিয়া মনে মনে নানা প্রকার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এখন উপায় কি করি। নৃপদুহিতার অলৌকিক রূপলাবণ্য আমার মনোহরণ করিয়াছে, সুতরাং চিত্তবারণ ধৈর্য্যাঙ্কুশেও বারণ না মানিয়া সেই পদ্মিনী গ্রহণ করিতে প্রতিজ্ঞা সরোবরে ধাবিত হইতেছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহারাজ! আপনার অমৃতময় উপদেশ আমার শিরোধার্য্য; তথাচ এই নিবেদন করিতেছি, আমি যাতনা সহ্য করিয়া যখন এ পর্য্যন্ত আসিয়াছি, তখন অভিলষিত রত্ন লাভ করিতে পারিব না বলিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিব না। যাহা ভবিতব্যে লিখিত আছে, তাহাই ঘটিবে। আমি আপনার তনুজার মানস পূর্ণ করিতে সমর্থ কিনা, ইহা আপনি কিরূপে বুঝিতে পারিলেন? আমার সহিত ধনরত্ন ও রথ গজ নাই

বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন না। যেহেতু সকল মনুষ্য একভাবের নহে। আমি যে একাকী এই অপরিচিত দূরদেশে আসিয়া শতশত রাজপুত্র যে কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই তাহা সিদ্ধ করিতে সাহস প্রকাশ করিতেছি, ইহার অবশ্যই কোন নিগূঢ় কারণ থাকিতে পারে। তজ্জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। আপনার দুহিতার নিকটে দূত প্রেরণ করুন, তাঁহার কি বাঞ্ছা, জানিতে পারিলেই অবিলম্বে পূর্ণ করিব। রাজা সুকুমারের এই সাহঙ্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে গদ্‌গদচিত্ত হইয়া সভাসদ্‌দিগকে বলিলেন, ইঁহার সাহস দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইনি অনায়াসে রাজকন্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবেন। এক্ষণে কন্যার নিকটে ইহাকে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া সভা ভঙ্গ করিতে আদেশ করিলেন।

ভূপতি রাজনন্দন সুকুমারকে আপন অন্তঃপুরে লইয়া ভোজনাদি করাইলেন এবং তাহার বিশ্রামার্থ একটি প্রকোষ্ঠ নিরূপিত করিয়া দিলেন। রাজনন্দন তথায় বিশ্রাম-সুখানুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা শয়নমন্দিরে উপস্থিত হইয়া মহিষীকে বলিলেন, প্রিয়ে! অদ্য তরুণবয়স্ক একটি রাজপুত্র তোমার হৃদয়নন্দিনীর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। তিনি অতিশয় রূপবান। তাহার মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিলে হৃদয়াম্বুধি আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে। আর এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার সহিত ধনজন মাত্র নাই, তথাচ তিনি কন্যার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে অভূতপূর্ব্ব সাহস প্রকাশ করিতেছেন। তুমি কন্যাকে সংবাদ প্রদান কর, আমি রাজকুমারকে এই স্থানে আনয়ন করিতেছি।

রাজকন্যা সুকুমারের আগমনবার্ত্তা পূর্ব্বেই অবগত হইয়া সহচরী সমভিব্যাহারে তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় রাজমহিষী দুহিতার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন, বৎসে! তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে এক রাজপুত্র উপস্থিত হইয়াছে, মহারাজ তাঁহাকে তোমার নিকটে লইয়া আসিতেছেন, এখন তুমি কি করিবে স্থির কর। মহিষীর বাক্যাবসান হইতে না হইতেই একজন কিঙ্করী আসিয়া বলিল, ঠাকুরানি! মহারাজ সেই রাজপুত্রের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। এই বাক্য শ্রবণে রানী কিঞ্চিৎ অন্তরালে দণ্ডায়মানা হইলেন। রাজা দুহিতার প্রকোষ্ঠে সুকুমারের সহিত আসন পরিগ্রহ করিলেন।

রাজনন্দিনী, যুবরাজ সুকুমারকে দর্শন করিবামাত্র সগর্ব্বে স্বীয় সহচরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি যুবরাজের নিকট বিংশতি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা

করি। রাজনন্দন এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ রাজনির্দ্দিষ্ট স্বীয় বাসস্থানে প্রত্যাগত হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং করস্থিত অঙ্গুরীয়ককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অঙ্গুরীয়ক! রাজকন্যার অভিলষিত মুদ্রা প্রদানে আমাকে কৃতার্থ কর। নিমেষকালমধ্যে মুদ্রা উপস্থিত হইল। তখন নৃপনন্দন বিংশতি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা গণনা করিয়া রাজনন্দিনীর সহচরীর করে অর্পণ করিলেন। রাজা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল বদনে যুবরাজের অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন, এই ব্যক্তি রাজকন্যার সম্পূর্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া নিঃসন্দেহ পাণি গ্রহণ করিবেন।

দ্বিতীয় দিবস রাজা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান সহকারে রাজপুত্রকে ভোজনাদি করাইয়া তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত অবগত হইতে লাগিলেন, কিন্তু রাজকুমারী অদ্য আবার কি প্রার্থনা করেন, এই চিন্তায় রাজকুমারের অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইতে লাগিল। অঙ্গুরীয়কের অলৌকিক গুণ স্মরণ হওয়াতে পুনর্ব্বার মনোসংযোগপূর্ব্বক ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন। রজনীযোগে রাজকন্যা তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া মধুর সম্বোধনে বলিলেন, যুবরাজ! কল্য আপনি এ দাসীর অভিলষিত অর্থ প্রদানে চরিতার্থ করিয়াছেন, অদ্য অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বিংশতি সহস্র রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করুন। রাজপুত্র শ্রবণমাত্র পূর্ব্ববৎ উপায়াবলম্বন করিয়া বিংশতি সহস্র রৌপমুদ্রা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিলেন। এই রূপে চতুর্থ দিবস তাঁহার বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া নৃপনন্দনের অন্তঃকরণে কৃতকার্য্যের আশা ক্রমেই বলবতী হইতে লাগিল। রাজনন্দিনী কি কৌশলে রাজপুত্রকে প্রতিজ্ঞাজালে বদ্ধ করিবেন, একান্তমনে সেই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন; সখীকে কহিলেন, সহচরি! আর তিন দিবস প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেই আমার গর্ব্ব সম্পূর্ণরূপে খর্ব্ব হইবে, সুতরাং বিবাহ করিয়া রাজনন্দন যে, আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিতে সর্ব্বাগ্রে সযত্ন হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব যাহাতে মান রক্ষা হয়, এরূপ উপায় কর। এই আগন্তুক যুবাপুরুষদের সহিত কোনরূপ অর্থ থাকা দূরে থাকুক, দ্বিতীয় পরিধেয় বস্ত্রও নাই। অতএব ইনি কোথা হইতে আমার অভিলষিত অর্থ সংগ্রহ করেন, তাহার অনুসন্ধান করা অত্যাবশ্যক। বোধহয়, ইহার নিকট কোনরূপ দুর্ল্লভ বস্তু আছে, তাহার নিকট যাহা প্রার্থনা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহাই প্রাপ্ত হন। রাজকন্যার চতুরা সহচরী এই বাক্য শ্রবণে

সতর্ক হইয়া তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। সুকুমার নৃপতিসন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়া ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন, এই অবকাশে রাজকন্যার সহচরী সুকুমারের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে এরূপ কৌশলে আত্মগোপন করিল যে, সমুদায় দেখিতে পায়, কিন্তু তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না।

রাজদুহিতা সুকুমারকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, রাজপুত্র! গজমুক্তা হার পরিধান করিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি একশত মুক্তা প্রদান করিয়া বাঞ্ছাপূর্ণ করুন। রাজনন্দন অবিলম্বে শয়নালয়ে উপস্থিত হইয়া দ্বারাবরোধ পূর্বক করস্থ অঙ্গুরীয়ককে বলিলেন, প্রিয় অঙ্গুরি! অদ্য রাজকন্যার বাসনা পূর্ণ কর। এই কথা বলিবামাত্র একশত গজমুক্তা নিকটস্থ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেইগুলি বস্ত্রমণ্ডিত করিয়া স্বয়ং রাজকুমারীর সন্নিধানে প্রফুল্লান্তঃকরণে উপস্থিত হইলেন।

চতুরা সহচরী গোপনভাবে থাকিয়া সমুদায় অবলোকন পূর্বক বিস্মিতান্তঃকরণে নিঃশব্দে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নৃপনন্দিনীর নিকট উপস্থিত হইল। যুবরাজ কন্যার প্রার্থিত গজমুক্তা প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে সহচরী রাজকন্যার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া সমুদায় বর্ণন করিল। নৃপসুতা শুনিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে কহিলেন, সখি! আমি যাহা চাহিব, নৃপনন্দন তাহাই অনায়াসে প্রদান করিবেন, সুতরাং আর দুই দিবস পরে আমারে তাঁহার ক্রোড়গামিনী হইতে হইবে। আমি যে, এত রাজপুত্রকে কৌশল চক্রে বদ্ধ করিয়াছি, বোধহয়, তাহার প্রতিশোধ লইতেই এই মহাত্মা আগমন করিয়াছেন। অতএব এখন উপায় কি করি, স্থির কর।

সখী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, রাজনন্দিনী! চিন্তা কি? যখন অঙ্গুরীয়কের সন্ধান পাইয়াছি, তখনই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। আর চিন্তা নাই। আপনি রাজকুমারের নিকট তাঁহার করাস্থিত অঙ্গুরীটি প্রার্থনা করিবেন। তাহাতে দুই প্রকারেই আপনার ইচ্ছা ফলবতী হইবে। কেননা যদি রাজনন্দন অঙ্গুরীয়ক প্রদানে অস্বীকৃত হন তাহা হইলেও তিনি আপন প্রার্থিত বস্তু প্রদানে অক্ষম হইলেন এবং যদি প্রদান করেন, তবে আপনি পরদিন যাহা প্রার্থনা করিবেন, অঙ্গুরী না থাকিলে তিনি কখনই তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব সর্বথা আপনার মঙ্গল দেখিতেছি। রাজতনয়া এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন। ষষ্ঠ দিবস উপস্থিত হইলে, যুবককে আহ্বান করিয়া বলিলেন,

রাজকুমার! অদ্য আমি একটি মাণিক্যাঙ্গুরী প্রার্থনা করিতেছি। ভবিষ্যৎ-জ্ঞানশূন্য নির্বোধ রাজকুমার অঙ্গুরীয়কের নিকট মাণিক্যাঙ্গুরী যাচঞা না করিয়া আপন অঙ্গুলিস্থিত অঙ্গুরীটি তৎক্ষণাৎ সখীর হস্তে অর্পণ করিলেন। সহচরী রাজতনয়াকে অঙ্গুরী প্রদান করিয়া বলিল, আপনার বাঞ্ছা সিদ্ধি হইল, আর চিন্তা কি? নৃপতনয়া সহাস্য বদনে অঙ্গুরী পরিধান করিলেন।

রাজপুত্র বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হইয়া রাজকন্যা সন্তুষ্ট হইয়াছেন; বোধহয় অন্য কোন বস্তু আর প্রার্থনা করিবেন না। এই সময় দিননাথ অস্তাচলে গমন করিলেন। দিকসকল যেন ভূপতি পুত্রের ভাবী দুঃখেই মলিনা হইল। নির্বোধ রাজপুত্র দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া রজনীর অন্তকাল মুহুর্মুহুঃ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কেননা তাহার মনে দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছিল যে, প্রভাতেই রাজকন্যার পাণিগ্রহণে সুখী হইবেন। শশিসীমন্তিনী যামিনী রাজপুত্রের ভাবী দুঃখে দুঃখিনী হইয়া গমনসময়ে বিহগকুলের কলরবই যেন ক্রন্দন এবং শিশির পতনচ্ছলেই যেন অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। কমলমুখী রাজকন্যার শুভোদ্দেশেই যেন সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। তদ্দর্শনেই যে তিনি প্রফুল্ল হইলেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

প্রাতঃকালেই রাজা রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং সভাসদগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অদ্য আমার কি শুভদিন! এত দিনের পরে বুঝি জগদীশ্বর আমার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন। যাহা কখনই সংঘটিত হইবে না মনে ছিল, অদ্য তাহারই সংঘটনের লক্ষণ সকল প্রত্যক্ষ করিতেছি। কতশত রাজপুত্র আমার দুহিতার মনোরথ পূর্ণ করিতে না পারিয়া চিরকালের নিমিত্ত কারাবাসী হইয়াছেন। সুকুমার ষষ্ঠ দিবস তাঁহার কাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদান করিয়াছেন। অদ্য সপ্তম দিবস। বোধ হয়, ঈশ্বরের কৃপায় তিনি কৃতকার্য্য হইবেন। সভাসদেরা রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, রাজকুমারের লক্ষণ দেখিয়া বোধহয়, তিনি সামান্য মনুষ্য নহেন। তিনি যে, অদ্য আপনার দুহিতার অভিলষিত দ্রব্য দানে তদীয় পাণিপীড়ন করিবেন, তাহাতে সংশয় হইতেছে না।

ওদিকে রাজপুত্রী নৃপপুত্রকে আহ্বান করিয়া সাদর সম্ভাষণে বলিলেন, রাজপুত্র! আমি আপনার সৌজন্য ও বুদ্ধিকৌশলে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। অদ্য আমার প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিয়া প্রতিজ্ঞা পূরণ করুন। আর একটি

মাণিক্যাঙ্গুরীয়ক প্রার্থনা করিতেছি। রাজকুমারী এই প্রার্থনা করিবামাত্র যুবরাজের মস্তকে যেন বজ্র পতিত হইল। তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। রাজপুত্রীর প্রার্থিত অঙ্গুরী কোথায় পাইবেন? তপস্বী-দত্ত অমূল্য অঙ্গুরী আর নিকটে নাই। সুতরাং রাজকন্যার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইলেন।

রাজনন্দন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় নির্জ্জনে আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—হা বন্ধো! তুমি কোথায়? আমি যে বিষম বিপদে পতিত হইয়াছি, তুমি ইহার কিছুই জানিতে পারিতেছ না। তোমার বাক্যে অবজ্ঞা করিয়া জীবন থাকিতেই শমনভবন দর্শন করিলাম! কোথায় রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার সুধাময় প্রণয়সুধাপানে পিপাসিত চিত্তচকোরকে পরিতৃপ্ত করিব, না কোথায় চিরকালের নিমিত্ত কারাগারবাসী হইতে চলিলাম।

হা মৃত্যু! কারাগারে প্রবেশ করিবার পূর্বে তুমি কেন আমাকে গ্রহণ করিতেছ না? পৃথিবী! তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি। তাহা হইলে জীবনমৃত্যুকারিণী লজ্জা আমাকে আর যন্ত্রণা দিতে পারিবে না। হায়! আমি কি নির্ব্বোধ! লোভ আমার সর্ব্বনাশ করিল। যদি লোভ না করিয়া বুদ্ধির অনুগত হইতাম, তাহা লইলে দুর্দ্দশা আমার সহচরী হইত না। আমি করস্থ অমূল্য অঙ্গুরীয়ক রাজকুমারীকে কেন প্রদান করিলাম? কেন আমি অঙ্গুরীয়কের নিকট অঙ্গুরী প্রার্থনা করিলাম না? তাহা হইলে অদ্য রাজপুত্রীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইতাম। এখন কি করিব? নিজ বুদ্ধিদোষে নিজ মস্তকে আপদকে স্থানদান করিলাম। হা পিতঃ! হা মাতঃ! তোমরা কোথায়? হা! কেন আমি পিতামাতাকে স্মরণ করিতেছি! নির্ব্বোধ পুত্র যে পিতামাতার হৃদয়শেল, সে যে নরাধম, সে কখনও তাহাদিগকে স্মরণ করিবার পাত্র নহে। আমি নির্ব্বোধ, আমার তুল্য নরাধম জগতে নাই!

সুকুমার এইরূপে খেদ করিতেছেন, ইত্যবসরে প্রভাকর যেন তাঁহার দুঃখেই দুঃখিত হইয়া ক্রমে ক্রমে মলিন হইতে লাগিলেন। তাঁহার সমদুঃখিনী হইয়া অন্ধকারময়ী রজনী উপস্থিত হইল। রজনীকান্ত চন্দ্রমা যেন নিজ রমণীকে পরদুঃখে কাতরা দেখিয়া প্রফুল্ল হইলেন। এই সময়ে রাজকন্যা স্বীয় সহচরীদিগকে

বলিলেন, রাজপুত্র অনেকক্ষণ গমন করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হইলেন না, তিনি অকৃতকার্য্য হইয়াছেন সন্দেহ নাই। রজনীপ্রভাতে তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করা আবশ্যক।

সুকুমার সমস্ত রজনী চিন্তা-শয্যায় শয়ন করিয়া অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার সুকুমার মুখচ্ছবি লাবণ্যহীন হইল। নিশাপতি তাঁহারই বদনপ্রতিমা ধারণ করিয়াই যেন মনোদুঃখে লুক্কায়িত হইলেন। রাজপুত্র রাজপুত্রীর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, পাখীরা যেন সেই কথা বলিয়াই কলরব করিয়া উঠিল। সুকুমার এতক্ষণ অন্ধকারে লজ্জাতাপিত কলেবর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন, সূর্য্যদেব কিরণজাল বিস্তারপূর্বক তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। রাজপুত্রের মুখচন্দ্রমা ক্রমেই মলিন হইতে লাগিল।

রাজতনয়া রজনীপ্রভাতে সহচরীদিগকে বলিলেন, কারাধ্যক্ষকে সংবাদ দাও, রাজপুত্র আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই, অতএব তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাধা করুন। সহচরী নৃপকুমারীর আদেশানুসারে কারাধ্যক্ষকে সংবাদ দিল। কারাধ্যক্ষও সুকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। নৃপতি সেই বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া বলিলেন, আমার দুহিতার মনোমত পাত্র পৃথিবীতে আর নাই। রাজনন্দন ছয় দিবস তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলে ভাবিয়াছিলাম, সপ্তম দিবসেও তিনি কৃতকার্য্য হইবেন। কিন্তু সে আশা বৃথা হইল। তাদৃশ গুণাকর রাজকুমার যখন পরাস্ত হইলেন, তখন অন্য কেহ যে, জয়ী হইবেন, তাহার ভরসা ফুরাইল। বোধহয়, রাজপুত্রীকে চিরকাল অনূঢ়াবস্থায় থাকিতে হইবে। অতএব এটি তাহার প্রতিজ্ঞা নহে, বিধাতার বিড়ম্বনা। রাজা এইরূপ মনস্তাপ প্রকাশ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। যুবরাজ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পাঠক মহাশয়! রাজকুমার সুকুমার রত্নপুরের কারাগারে থাকুক, আসুন, আমরা মন্ত্রিপুত্র সুমন্তের অন্বেষণ করি। তিনি কোথায়? আসুন দেখিতে পাইবেন। স্মরণ থাকিতে পারে, মন্ত্রিতনয় পূর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বহুস্থান পর্য্যটন করিয়া যে স্থানে তপস্বী কপিরূপ ধারণ করিয়া তপস্যা করিতেছেন,

সেই স্থানে অকস্মাৎ উপস্থিত হইলেন। কপিবর মনুষ্যের ন্যায় ধ্যানপরায়ণ হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় জন্মিল। অনন্তর হস্তস্খলিত জলকণা কপি-তপস্বীর অঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইল। তিনি সেই বারিস্পর্শে কদাকার মনুষ্যশরীর ধারণ পূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, কে রে পাপিষ্ঠ! অকারণে আমার সমাধি ভঙ্গ করিলি? মন্ত্রিপুত্র এক আশ্চর্য্য হইতে অপর আশ্চর্য্য ঘটনা অবলোকন করিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, অনন্তর যোগিবরের পদানত হইয়া কাতরস্বরে বলিলেন, ভগবন্! আমি বিদেশী, অজ্ঞাতসারে এই কুকর্ম্ম করিয়াছি, আপনি কৃপা করিয়া ক্ষমা না করিলে উপায়ান্তর নাই। তপস্বী তাঁহার বিনয়বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন ভয়, নাই, অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা করিলাম। মন্ত্রিনন্দন আশ্বস্ত হইয়া সবিনয়ে তপস্বীকে অনেক স্তব করিলেন। তাহাতে তিনি সদয় হইয়া বলিলেন, বৎস! আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তুমি জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া, যে প্রকার শরীর ও প্রকৃতি ধারণ করিতে ইচ্ছা করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহাই হইবে। মন্ত্রিনন্দন এই বর প্রাপ্ত হইয়া, তপস্বীকে প্রণাম প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গমনোন্মুখ হইলেন। তপস্বী তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইয়া বলিলেন, তুমি অন্য কয়েক দিকে ভ্রমণ করিও, কিন্তু কদাচ পশ্চিম প্রদেশে গমন করিও না। তথায় অনিবার্য্য বিপদের সম্ভাবনা আছে। মন্ত্রিপুত্রকে এই সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়া তপস্বী পুনর্বার সরোবরের পার্শ্বস্থ ঘাটে অবগাহন করিয়া কপিকলেবর ধারণ করিয়া জগদীশ্বরের ধ্যানে মনঃসংযোগ করিলেন।

মন্ত্রিনন্দন সুমন্ত, সরোবরের যে প্রান্তের জল স্পর্শে কপিরূপী তপস্বী মানবরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পুনর্ব্বার যে প্রান্তের জলে অবগাহন করিয়া কপিরূপ ধারণ করেন, তৎসমুদায় নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত ও আনন্দিত হইলেন, এবং ঐ দুই স্থানের জল ভিন্ন ভিন্ন আধারে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গমন করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তপস্বী আমাকে পশ্চিম ভ্রমণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, বোধ হয়, তথায় কোন অদ্ভুত বস্তু থাকিতে পারে। তাহা দর্শন করা আবশ্যক। যদি নিতান্ত বিপদ ঘটে, তবে তপস্বী-দত্ত বরপ্রভাবে বুদ্ধির সহায়তায় অবশ্যই পরিত্রাণ পাইব। এই চিন্তা করিয়া আগে পশ্চিম দিকেই চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া তপস্বী-দত্ত বর পরীক্ষার্থ অন্তঃকরণে ষোড়শী রূপসী দিব্যাঙ্গনার রূপ চিন্তা করিবা মাত্র, তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীর তদ্রূপ হইল। তদ্দৃষ্টে

তিনি একবারে বিমোহিত ও চমৎকৃত হইলেন। নারীরূপ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করা অনুচিত বিবেচনায় ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার আপন স্বাভাবিক পুরুষদেহ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে কিয়দ্দিন গমনানন্তর রত্নপুরে উপস্থিত হইলেন। নগরের শোভা দর্শন করিয়া তাঁহার আনন্দ বৃদ্ধি হইল। সুতরাং কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রাজধানী ভ্রমণ করিতে চলিলেন। সিংহদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিতে পাইলেন, নির্ম্মল কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরফলকে স্বর্ণবর্ণে রাজকন্যার প্রতিজ্ঞা বিবরণ পূর্ব্ববৎ লিখিত আছে। তাহার সম্মুখে ঘণ্টা দোদুল্যমান রহিয়াছে। প্রহরিগণ নিঃশব্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। মন্ত্রিনন্দন দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন, যে ব্যক্তি রাজকন্যার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে সম্মত হয়, সে এই ঘণ্টা বাদন দ্বারা তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করে। যাহা হউক, ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত না হইয়া ঘণ্টাধ্বনি করা অনুচিত। কারণ ইহাতে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জনপথে একটি বকুলবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। মন্ত্রিপুত্র উপবিষ্ট হইয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় রাজবাটী হইতে কুম্ভকক্ষে কতিপয় পরিচারিকা তাঁহার নিকটবর্ত্তী বৃক্ষের অন্তরালে উপস্থিত হইল, এবং পরস্পর কথোপকথন করিতে করিতে বলিল, "রাজকন্যা যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা কখন যে, পূর্ণ হইবে, এরূপ বোধ হয় না। রাজনন্দন সুকুমার, তাঁহার প্রতিজ্ঞাত প্রার্থনা ছয় দিবস পূর্ণ করিয়াছিলেন। একদিন অসমর্থ হওয়াতে কল্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া আমাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।" এই কথা বলিবামাত্র মন্ত্রিপুত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হওয়াতে তাহারা কথোপকথনে বিরত হইয়া জল আনয়নার্থে প্রস্থান করিল। তৎশ্রবণে মন্ত্রিপুত্র চিন্তা করিলেন, ইহারা রাজপুত্র সুকুমারকে লক্ষ্য করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। বোধহয় ঐ সুকুমার আমার বন্ধু হইবেন। যাহা হউক, রমণীগণ ফিরিয়া আসিলে, সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিব।

পরিচারিকাগণ জলপূর্ণ কুম্ভ কক্ষে করিয়া প্রত্যাগত হইলে মন্ত্রিপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বোধ হইতেছে, তোমরা এই রাজবাটীর পরিচারিকা হইবে। যদি আমার অনুমান মিথ্যা না হয়, তবে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া আমার কয়েকটি বাক্যের উত্তর দান করিলে, উপকৃত হই। এ রাজ্যের রাজার নাম কি? এবং সিংহদ্বারে একটি বৃহৎ ঘণ্টাই বা ঝুলিতেছে কেন? একটি কিঙ্করী উত্তর

করিল, মহাশয় আমাদের রাজার নাম রত্নধ্বজ, তাঁহার পুত্রসন্তান হয় নাই। একটি পরমাসুন্দরী কন্যা আছেন। সেইটিই আমাদের মহারাজের একমাত্র সন্ততি। রাজা ও রানী সেই কুমারীটিকে অতিশয় ভালবাসেন। কন্যার নাম রত্নবতী। আপনি যে বৃহৎ ঘন্টার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, রাজকুমারীর একটি কঠিন প্রতিজ্ঞাই সেই ঘন্টা ঝুলাইবার কারণ। কিন্তু সে কথা এক্ষণে বলিবার সময় নয়। আমরা রাজকন্যার পরিচারিকা। প্রতিদিন তাঁহার স্নানার্থ জল আহরণ করিয়া থাকি। যে জল আমাদিগের কক্ষে দেখিতেছেন, তাহাদ্বারা পাষাণনির্মিত ক্ষুদ্র পুষ্করিণী অদ্য পূর্ণ করিয়া রাখিব, কল্য নৃপনন্দিনী ইহাতে স্নান করিবেন, অতএব অধিকক্ষণ বিলম্ব করিতে পারি না। আপনি যদি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করেন, তবে পুনরায় আসিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। মন্ত্রিপুত্র তাহাতেই সম্মত হইলেন; এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহারা রাজকন্যার পরিচারিকা, ইহাদিগের নিকট রাজপুত্রীর অনেক সংবাদ পাইতে পারিব।

পরিচারিকাগণ পুনরায় জল লইতে আসিলে মন্ত্রিপুত্র ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা যে রাজকন্যার প্রতিজ্ঞার কথা বলিতেছিলে তাহার বিস্তারিত শুনিতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বপরিচিতা পরিচারিকা বলিল, মহাশয়! আমাদিগের রাজকুমারী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যিনি সাতদিন তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন, তিনিই তাঁহার পতি হইবেন। তাঁহার রূপগুণের কথা শ্রবণ করিয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিক হইতে কতশত রাজপুত্র আসিয়াছিলেন, কেহ এক কেহ দুই বা তিন দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করিয়া পরিশেষে অসমর্থ হওয়াতে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি যে একটি রাজপুত্র আসিয়াছিলেন, তিনি আপনার সমবয়স্ক এবং পরম রূপবান। সেই রাজপুত্র অসাধারণ গুণে ছয় দিবস রাজকন্যার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া গতকল্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার নিমিত্ত এ রাজ্যের সকলেই কাতর হইয়াছেন। সেই রাজপুত্রের নাম সুকুমার। এইরূপ পরিচয় দিয়া কিঙ্করী সুমন্তকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মহাশয়! দেখিতেছি, আপনিও বিদেশী পথিক, আমরা আপনার রাজকন্যার প্রতিজ্ঞা শ্রবণে আগ্রহাতিশয় দেখিয়া নিষেধ করিতেছি, কখনো জলন্ত অনলে প্রবেশ করিবেন না। বোধহয় কার্য্যান্তরে বিদেশ পরিভ্রমণ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, কার্য্য সমাপন করিয়া অবিলম্বে স্থানান্তরে প্রস্থান করুন। মন্ত্রিপুত্র কহিলেন, তোমাদিগের সদুপদেশে নিতান্ত সুখী হইলাম।

কিঙ্করীরা জলানয়নার্থ সরোবরে গমন করিল। মন্ত্রিপুত্র মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন! বন্ধু তবে এই রমণীর মোহিনীপাশে আবদ্ধ হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই। আরও অনেক রাজপুত্র সেই কূটযন্ত্রে বদ্ধ হইয়া কষ্টভোগ করিতেছেন। অতএব ইহাদিগের উদ্ধার সাধন করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। তন্নিমিত্ত যদি প্রাণ পর্য্যন্ত যায়, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, পরোপকারে মৃতব্যক্তির জীবন সার্থক। এইরূপ চিন্তা করিয়া বুদ্ধিবলে কোন উপায় স্থির করিলেন। এই সময়ে পরিচারিকাগণ বারি-পূর্ণ ঘটকক্ষে তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, পথিক! কি চিন্তা করিতেছ? সুমন্ত বলিলেন, অনেকক্ষণ ভ্রমণ করাতে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছি। যদি অনুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ জল দাও, তবে নিতান্ত উপকৃত হই। পরিচারিকাগণ বলিল, পাত্র বাহির করুন, জল প্রদান করিতেছি। পথিক বলিলেন, আমার নিকট পাত্র নাই, পরিচারিকাগণ বলিল, তবে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করুন, পাত্র আনিয়া জল প্রদান করিব। পথিক বলিলেন, বিলম্ব সহে না। পরিচারিকারা বলিল, তবে উপায়? পথিক বলিলেন, আমি অঞ্জলি পাতিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া কুম্ভ হইতে প্রদান কর। তাহারা স্বীকৃত হইল। মন্ত্রিপুত্র জলপান করিতে লাগিলেন। ইত্যবকাশে যে বারিস্পর্শে মনুষ্যশরীর কপি হয়, সেই বারি কৌশলক্রমে কলসীর জলে মিশ্রিত করিয়া দিলেন। পরিচারিকাগণ তাহার কিছুই জানিতে পারিল না; সুতরাং প্রফুল্লচিত্তে রাজবাটীতে গমন করিল এবং রাজপুত্রীর স্নানার্থ সেই জল রাখিয়া দিল।

পাঠকগণ! বোধ করি রাজকন্যার দুরবস্থার বিষয় কিছু আলোচনা করিতেছেন। আমরাও তাহাই বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সেই বারি দ্বারা স্নানাগারস্থ কৃত্রিম হ্রদ পরিপূর্ণ করিয়া পরিচারিকাগণ স্নানার্থ নৃপনন্দিনীকে আহ্বান করিল। তিনি অবিলম্বে তথায় গমন করিলেন। সেই জলে অবতরণ করিবামাত্র তিনি কপিকায়া প্রাপ্ত হইয়া অদ্ভুত একটি বানরী হইলেন। রাজ-কুমারী আপনার অঙ্গ আপনি নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত নয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সহচরীগণ এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া যেমন তাহাকে ধরিতে সেই জলে অবতরণ করিল, অমনি তাহারাও তৎক্ষণাৎ বানরী হইয়া রাজকন্যার সঙ্গিনী হইল। চতুরা নাম্নী দাসী স্বচক্ষে এই ভয়ানক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া প্রথমে চমৎকৃত হইয়াছিল, পরে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিল যে কৃত্রিম হ্রদস্থ জলের

গুণেই এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। অতএব সে জল স্পর্শ না করিয়া দ্রুত-পদে রাজমহিষীকে সংবাদ দিতে চলিল, এবং অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে কাতর বচনে বলিল, ঠাকুরানি! সর্ব্বনাশ উপস্থিত। রাজনন্দিনী স্নানার্থ কৃত্রিম হ্রদস্থ বারিস্পর্শ করিবা মাত্র বানরী-রূপ ধারণ করিয়াছেন। রানী এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ তাহাকে ক্ষিপ্ত মনে করিয়াছিলেন। পরে যখন হ্রদের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া দুহিতার দুরবস্থা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিলেন, তখন শোকে হতজ্ঞান প্রায় হইলেন, এবং শিরে করাঘাত করিতে করিতে কন্যাকে ধরিবার নিমিত্ত যেমন হ্রদমধ্যে অবতরণ করিলেন, আপনিও একটি বৃদ্ধা বানরী হইয়া চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন! চতুর্দ্দিক বানরীময় হইয়া উঠিল!

রাজা সভামণ্ডপে বসিয়া অমাত্যবর্গ সমভিব্যাহারে বিচার করিতেছেন, এমন সময় চতুরা দাসী রোদন-বদনে রাজ সভায় উপস্থিত হইয়া করপুটে নিবেদন করিল, ধর্ম্মাবতার! ওদিকে সর্ব্বনাশ উপস্থিত। রাজমহিষী, রাজকন্যা, এবং তাঁহার সখীগণ সকলেই বানরী হইয়াছেন। পুরীমধ্যে জনমানব নাই, কেবল বানরীদলে পরিপূর্ণ। মহারাজ! শীঘ্র চলুন, স্বচক্ষে দর্শন করিয়া উদ্ধারের উপায় করিবেন। রাজা এই পরমাশ্চর্য্য অদ্ভুতোক্তি শ্রবণমাত্র নিস্তব্ধ হইলেন। ক্ষণকাল পরে দাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, চতুরে! তুমি কি বলিতেছ? তোমার এরূপ ভাব কেন হইল? বুদ্ধি স্থির কর। চতুরা পুনরায় করপুটে বলিল, মহারাজ! আমার বুদ্ধির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। মহারাজের নয়নগোচর হইলেই সত্যাসত্য প্রকাশ হইবে।

রাজা আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া মস্তকে করাঘাত করিতে করিতে কন্যান্তঃপুরমধ্যে গমন করিলেন। পুরী যেন জনশূন্য বিজনবনসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। যে রাজপুরী সর্ব্বদা আনন্দ ধ্বনিতে পূর্ণিত হইত, এইক্ষণে সেই পুরীতে অনিবার বানরধ্বনির প্রতিধ্বনি হইতেছে! ভূপতি ক্রমে ক্রমে দাসী সমভিব্যাহারে রাজকন্যার অবগাহনস্থানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত অবলোকনান্তর এককালে জ্ঞানশূন্য হইলেন। যেন তিনি কি অবনীমণ্ডলে, কি শূন্য মার্গে, কি জাগরিত, কি নিদ্রিত, কিছুমাত্র স্থির করিতে পারিলেন না। মহিষীবানরী মহারাজকে দর্শন করিয়া নেত্রনীরে ভাসিতে লাগিলেন। রাজা কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া কেবল পুনঃ পুনঃ সেই বিপত্তারণ জগৎকারণ জগদীশ্বরকে স্মরণ করিতে

লাগিলেন। হে ভগবন্! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, আমার কি গুরুপাপে সমস্ত পুরবাসিনী বানরী হইল। আমি কিরূপে সজ্জন-সমাজে মুখ দেখাইব? এইক্ষণে আমার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। হে কাল! কেন তুমি তোমার করালগ্রাসে আমাকে কবলিত করিতেছ না? আমার প্রতি তোমার কি এমনই ঘৃণা জন্মিয়াছে যে, পরিবারগণের এই দুর্দ্দশা দর্শনেও জীবিত রহিয়াছি। রাজা এবম্প্রকার আক্ষেপ করিয়া সভাস্থ জনগণ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। সভ্যগণ মহারাজের মুখশ্রী বিবর্ণ দেখিয়া চতুর্দ্দিকে অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। বিজ্ঞমন্ত্রী করযোড়ে বলিলেন, ধর্ম্মাবতার! দাসী যাহা বলিয়া গেল, বোধকরি, তাহা অসত্য নহে। নৃপতি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুলোচনে গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, মন্ত্রিবর! জগদীশ্বর নিতান্ত বিমুখ হইয়াছেন। দাসীর বাক্য সকলই সত্য,—যাহা আমি কখন স্বপ্নেও জানি না এবং কাহারও মুখে শুনি নাই, অদ্য তাহাই প্রত্যক্ষ করিলাম। কন্যান্তঃপুরীস্থ সমস্ত রমণীই বানরী হইয়াছে। বোধকরি, এবম্ভূত আশ্চর্য্য ঘটনা ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে কেহ কখনও নয়ন-গোচর করা দূরে থাকুক, শ্রবণও করে নাই। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, স্থির করিয়া এ অসীম বিপদসাগর হইতে আমারে উদ্ধার করুন।

মন্ত্রী মহারাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া এককালে বিস্ময়াপন্ন হইলেন, ভূপতিও নিজাসনে ম্লানবদনে উপবিষ্ট হইয়া কি কর্ত্তব্য ভাবিতে লাগিলেন।

এদিকে সুমন্ত স্বকার্য্য সাধন করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, আমি অতি প্রাচীন গণক ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করি। পরমেশ্বরের কৃপায় এবং তপস্বিবরের বরপ্রভাবে সুমন্ত তৎক্ষণাৎ অতিপ্রাচীন ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া মহারাজের জয় হইক, বলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কহিলেন, মহারাজ! আপনার বড় অমঙ্গল উপস্থিত দেখিতেছি। রাজা ব্রাহ্মণের মুখে অমঙ্গল বাক্য শ্রবণে গলবস্ত্র হইয়া বলিলেন, ঠাকুর! কি অমঙ্গল দেখিতেছেন অনুগ্রহ করিয়া বলুন। সুমন্ত ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনার অমঙ্গলের কথা আর কি বলিব, জ্যোতিষে গণিয়া দেখিলাম, অন্তঃপুরের সমস্ত কামিনী বানরী হইয়াছে। আপনার পাপের সীমা নাই। জগদীশ্বর! তুমি সত্য, তুমি সত্য! উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার। আহা, কেবল অধর্ম্মা-চরণেই না এরূপ বিরূপ দশা ঘটিল। সভাস্থ সমস্ত সভ্য ব্রাহ্মণের এই আশ্চর্য্য

ভাবী গণনা শ্রবণে যে কি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তাহা প্রিয় পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন।

রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর বচনে ব্রাহ্মণকে কহিলেন, ঠাকুর! আমার এ পাপ কিসে মোচন হইবে? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, মহারাজ! এ ত যৎসামান্য পাপ নহে যে, ব্রাহ্মণভোজন এবং দান-ধ্যান করিলেই বিমোচন হইবে; এ গুরুতর পাপ, সহজে মোচন হইবার নয়। রাজা পুনরায় বলিলেন, ঠাকুর! এমন গুরুপাপ কিসে সংঘটিত হইল? গণক ব্রাহ্মণ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, মহাশয়! আপনার দোষে এ পাপ জন্মে নাই, আপনার দুহিতাই ইহার মূলকারণ। আপনিই বিবেচনা করুন, রাজকন্যার পাণিগ্রহণাশে কতশত রাজপুত্র এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রসন্তান আগমন করিয়াছিলেন। কন্যার মোহিনী মায়াপাশে আবদ্ধ হইয়া তাঁহারা সকলেই সমস্ত ধনে জলাঞ্জলি দিয়া চিরকারাগারে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। আহা! এ কি সামান্য দুঃখের বিষয় যে, বিবাহ-আশে প্রথমে ধনসম্পত্তি বিনাশ, শেষে জীবনাশে নিরাশ। হে করুণাময় জগদীশ্বর! তোমার যথার্থ বিচার। মহারাজ! বিবেচনা করুন, এ কি সামান্য পাপ।

মহারাজ! আপনিই বিবেচনা করুন, কারাস্থ যুবকগণের অন্তরে কিরূপ ভাবের উদয় হইতেছে এবং তাহাদের পিতামাতার অন্তঃকরণেই বা কিরূপ ভাবের আবির্ভাব হইতেছে। রাজা ও অমাত্যবর্গ সুমন্তের এই সমুচিত বাক্যের উত্তর প্রদানে সমর্থ হইলেন না, সকলেই মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে সভাস্থ সভ্যগণ সুমন্তের নিকট গলবস্ত্র হইয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, প্রভো! এখন উপায় কি দেখিতেছ, আপনি ভিন্ন এখন আর কেহই এ বিপদ হইতে রক্ষাকর্ত্তা নাই। সুচতুর সুমন্ত ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, এ পাপ সহজে বিমোচন হইবার নহে, আমার সাধ্য নাই যে মহারাজকে এই ঘোরতর বিপদ হইতে উদ্ধার করি। তবে কল্য মহারাজের বহির্দ্বারস্থ সরোবরতটে এক সন্ন্যাসী আগমন করিবেন, তিনি যদ্যপি সদয় হন, তাহা হইলেই উদ্ধারের উপায় হয়।

সুমন্তের মুখে এতদ্বিবরণ শ্রবণে রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, দ্বিজবর! সন্ন্যাসীর আগমন পর্য্যন্ত আপনি এস্থানে অবস্থান করিলে উপকৃত হই। সুমন্ত বলিলেন, মহারাজ! আমি দরিদ্র যাজক ব্রাহ্মণ, একস্থানে দুদিন থাকিলে চলে না। ভগবানের কৃপায় আপনি বিপদ হইতে উদ্ধার হইবেন। পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে।

রাজা পুনরায় বলিলেন, ঠাকুর! আমাকে হতাশ করিবেন না। সুমন্ত মহারাজকে অশেষপ্রকার প্রবোধবাক্যে বুঝাইয়া গমনে উদ্যত হইলেন। রাজা তখন কোষাধ্যক্ষকে আহ্বানপূর্ব্বক আজ্ঞা করিলেন, ইহাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান কর।

সুমন্ত কহিলেন, মহারাজ! স্বর্ণমুদ্রা দূরে থাকুক, এক তাম্রমুদ্রাও গ্রহণ করিব না। যখন এ দারুণ বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন, সে সময়ে অনুগ্রহ করিয়া যাহা প্রদান করেন, শিরোধার্য্য করিয়া লইব। সুমন্তের এরূপ সৌজন্য দর্শন করিয়া সভাস্থ সভ্যগণ একবাক্যে তাঁহার অগণ্য প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রী করযোড়ে বলিলেন, মহারাজ! জগদীশ্বর মানবজাতিকে ঘোরতর বিপদে নিক্ষেপ করেন, আবার তিনিই তাহার মুক্তিপথ প্রকাশ করিয়া দেন। বিবেচনা করুন, এই ব্রাহ্মণ হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া অব্যক্ত সমুদায় বিষয় প্রকাশ করিলেন। অতএব তিনি যে সন্ন্যাসীর আগমনের কথা কহিয়াছেন, তাহা অবশ্যই সত্য হইবে। মহারাজ! ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অন্তরের চিন্তা অন্তর করুন।

এদিকে সূর্য্য অস্ত হইল। নিশানাথ সহচরগণে বেষ্টিত হইয়া জনগণের মনোরঞ্জন করিতে করিতে পূর্ব্বদিক হইতে উদিত হইলেন। ভূপতি সমস্ত রাত্রি চঞ্চলভাবে জাগিয়া কাটাইলেন। নিদ্রা মহারাজের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার নেত্রাসনে উপবেশন করিলেন না। দুঃখের রজনী এত দীর্ঘ যে, কোনমতেই অবসান হইতে চাহে না, মহারাজ ক্ষণে ক্ষণে নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্র দর্শন করিয়া নিশার শেষ বিবেচনা করেন। কিন্তু মন কোনরূপেই সুস্থির থাকে না। একবার বোধ করেন যেন, তমোনাশিনী ঊষা পূর্ব্বদিক হইতে আগমন করিল, আবার কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। একবার বিবেচনা হয় যেন, বিহঙ্গমগণ স্ব স্ব কুলায়ে বসিয়া সুমধুরস্বরে জগদীশ্বরের গুণগান করিয়া উঠিল। আবার ক্ষণকালের পরে সেভাবের কিছু থাকে না। রাজা এইরূপে চঞ্চল হইতেছেন, এমন সময়ে বিহগনিচয় দিনপতির আগমনবার্ত্তা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল। ভূপতি বিহঙ্গমুখে এতদ্বার্ত্তা শ্রবণে মহাহর্ষচিত্তে সঙ্গিগণকে বলিলেন, আর বিলম্বে কাজ নাই; রজনী শেষ হইল। ইহাদের মুক্তির চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। এদিকে নিশাপতি আগমনকাল নিকটবর্ত্তী জানিয়া চারুবর্ণ লুক্কায়িত করিতে লাগিলেন। আগমনকাল নিকটবর্ত্তী বটে, কিন্তু এ আগমন কাহার? দিনপতির?

রজনী প্রভাত হইল। প্রভাতে কমলবন প্রফুল্ল হইতে লাগিল। কুমুদিনী কান্ত-বিরহে মলিনী হইয়া সলিলে ডুবিল।

ওদিকে সুমন্ত সরোবরতীরে মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই শুভ অবসর উপস্থিত, এই সময় সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া প্রিয়বন্ধুর উদ্ধারের উপায় করা কর্ত্তব্য। ইহা স্থির করিয়া একমনে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে লাগিলেন। তপস্বিদত্ত বরপ্রভাবে জগদীশ্বরপ্রসাদে তৎক্ষণাৎ তাঁহার তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসীর রূপ আবির্ভূত হইল। জটা, বল্কল, শ্মশ্রু, জপমালা, কমণ্ডলু প্রভৃতি যোগিযোগ্য আভরণ সমস্ত, যেন শূন্য হইতে উপহার দিলেন। যোগিরূপী সুমন্ত নবীনবেশে সরোবর-সোপানে যোগাসনে উপবেশন করিয়া মুদিতনয়নে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজসভাপণ্ডিতগণ রাজনিয়োগানুসারে অতিসত্বরে সরোবর-তীরে উপনীত হইলেন। গমনমাত্রেই ধ্যানোপবিষ্ট যোগিবরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা সবিস্ময়লোচনে সন্ন্যাসীরে নিরীক্ষণ করিয়া করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। মায়ারূপী সন্ন্যাসী মায়াধ্যানভঙ্গে নয়ন উন্মীলন করিয়া স্বাগত প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তোমরা? কি নিমিত্ত, কি অভিলাষে কৃতাঞ্জলিপুটে আমার নিকট দণ্ডায়মান আছ?

পণ্ডিতেরা একবাক্য হইয়া কহিলেন, প্রভো! আমাদের অন্তরের বাক্য কি আপনার অন্তরে অবিদিত আছে? এই নগরস্থ মহারাজ অসীম বিপদসাগরে নিপতিত হইয়াছেন, আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া একবার রাজবাটীতে পদার্পণ করিলেই রাজপুরী পবিত্র হয় এবং মহারাজও বিপদমুক্ত হন। সন্ন্যাসিরূপী সুমন্ত উত্তর করিলেন, আমি এরূপ ক্ষমতাবান নহি যে, তোমাদের রাজাকে ঐ ভয়ঙ্কর বিপদসাগর হইতে উদ্ধার করিতে পারি।

এদিকে ভূপতি সন্ন্যাসীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র স্বয়ং সরোবরতীরে গমন করিয়া সন্ন্যাসীর নিকটে করযোড়ে কাতরস্বরে বলিলেন, ভগবন্! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি যৎপরোনাস্তি বিপদগ্রস্ত হইয়া আপনার চরণে শরণ লইয়াছি। সন্ন্যাসী মহারাজের কাতরতা ও দীনতা দর্শনে কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে কহিলেন, রাজন্! তোমার দুহিতাই ইহার মূলকারণ। সেই পাপীয়সীর পাপেই এরূপ ঘটনা হইয়াছে। সেই দুষ্টার ছলনায় কতশত রাজপুত্র কারাগারে বন্দী হইয়াছেন। রাজা পুনরায় কাতরতা প্রকাশ করাতে সন্ন্যাসী তৎসমভিব্যাহারে রাজভবনে গমন করিলেন। রাজা নিজেই স্বর্ণময় সিংহাসন আনয়নপূর্ব্বক সন্ন্যাসীকে উপবেশন

করিতে দিলেন। সভাস্থ সভ্যগণ সন্ন্যাসীকে অর্দ্ধচন্দ্রবৎ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকাল পরে সন্ন্যাসী রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! কত দেশের কত যুবরাজ তোমার কন্যার পাণিগ্রহণ-আশায় আগমন করিয়া তাহার মোহিনী মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া কারাগারে কষ্টভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের কত অর্থ অপহরণ করিয়াছ, এ কি সামান্য পাপ! প্রথমতঃ ঐ সকল অবরুদ্ধ রাজপুত্রকে মুক্ত করিয়া তাঁহাদের অর্থের দ্বিগুণ দান কর, তাহার পর অন্য উপায় হইবে। নতুবা যাবজ্জীবন এই ঘোরতর বিপদাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতে হইবে। রাজা সন্ন্যাসীর বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতে স্বীকৃত হইলেন। সন্ন্যাসীর সম্মুখেই রাজা কারাগারস্থ যুবরাজগণের নামধাম পরিচয় দিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব অর্থের দ্বিগুণ প্রদান করিয়া বিদায় করিতে লাগিলেন। অবশেষে সেই রাজ-পুত্র সুকুমার উপস্থিত হইলে রাজা কহিলেন, প্রভো! ইনিই কেবল ছয় দিবস কন্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া একদিবস অক্ষম হওয়াতে কারাগারে নীত হইয়া-ছিলেন। সুমন্ত প্রিয়তম বন্ধুর দুরবস্থা দর্শনে অত্যন্ত কাতর হইলেন। নরপতিকে কহিলেন, মহারাজ! তবে এই রাজপুত্রকে বিদায় করিবেন না। ইহার দ্বারা কোন বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। সন্ন্যাসীর বাক্য অলঙ্ঘনীয়, সুতরাং মহারাজ তাঁহাকে বিদায় করিলেন না। তখন সুকুমার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, হায়! আমি বন্ধুবাক্যবিরোধী হইয়া এত কষ্ট সহ্য করিলাম, তথাপি সে আশা ফলবতী হইল না। রে অদৃষ্ট! অন্যান্য রাজপুত্রগণ তাঁহাদের অর্থের দ্বিগুণ লইয়া স্বদেশে গমন করিলেন, আমি এমনি হতভাগ্য যে কারাগার হইতেও মুক্তি পাইলাম না।

মহারাজ সন্ন্যাসী-সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, গুরুদেব! আপনার আদেশানুসারে রাজপুত্রগণকে বিদায় করা হইয়াছে। কেবল যুবরাজ সুকুমার এই উপস্থিত আছেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, প্রথমতঃ রাজান্তঃপুরের গ্রহশান্তি হউক, তাহার পর সুকুমারের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা করা যাইবেক। রাজা সন্ন্যাসী-সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে গমন করিলেন। সুমন্ত প্রথমতঃ পূতবারি-প্রভাবে মহিষীকে মানবী করিলেন। রাজা এবং অমাত্যবর্গ সন্ন্যাসীর এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা দর্শনে এককালে বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী ক্রমে ক্রমে সমস্ত বানরীকে মানবী করিলেন, কিন্তু রাজকন্যা রত্নবতী বানরীই রহিলেন। রাজা গলবস্ত্র হইয়া বলিলেন, প্রভো! সকলেই রক্ষা পাইল, কিন্তু কি দোষে কন্যাটি

বানরী হইয়া রহিল ? সন্ন্যাসী অবিলম্বে উত্তর করিলেন, রাজন্ ! তোমার কন্যার গুরুতর পাপ ; তাহাকে মুক্ত করা আমার সাধ্য নয়। রাজা তখন সজলনয়নে বলিলেন, যদি কুমারীটি বানরী রহিল, তবে আমার জীবনে কি ফল ? রাজ্যেই বা প্রয়োজন কি ? এবং এসকল পরিবারই বা থাকিয়া কি করিবে ? আমার আর তিলার্দ্ধ বাঁচিবার সাধ নাই। এই প্রকার নির্ব্বেদ প্রকাশ করিয়া রাজা পুনর্ব্বার সন্ন্যাসীর পদানত হইয়া নেত্রনীরে তাঁহার পদরজঃ ধৌত করিতে লাগিলেন। কহিলেন, গুরুদেব ! আপনি আমারে এই দুস্তর বিপদপারাবার হইতে নিস্তার না করিলে আর কে রক্ষা করিবে ? আমি আপনারে এই সমস্ত রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য দান করিতেছি, রত্নবতী রত্নটিও আপনারে দান করিব। কেবল তাহার পূর্ব্ব রূপটি দর্শন করা আমার ইচ্ছা।

সন্ন্যাসী কহিলেন, মহারাজ ! তোমার যদি সেই ইচ্ছাই হয়, তবে যথার্থই আমারে অর্দ্ধরাজ্য যৌতুক দিয়া রত্নবতী দান করিতে হইবে। রাজা যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিলেন। সন্ন্যাসী কয়েকটি কৃত্রিম মন্ত্র পাঠ করিয়া পাত্রস্থ বারি প্রক্ষেপপূর্ব্বক বানরী রাজকুমারীকে মানবী করিলেন। রাজা ও রাজপুরীস্থ সকলে তাঁহার এই অলৌকিক ক্ষমতা দর্শন করিয়া যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে নিমগ্ন হইলেন। রাজপুরী আনন্দময় হইল। রাজা বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক তনয়াকে ক্রোড়ে লইয়া আনন্দাশ্রুধারে তাঁহার সর্ব্বশরীর সিক্ত করিতে লাগিলেন। রত্নবতী পূর্ব্ববৃত্তান্ত কিছুই জানেন না, অথচ অন্তঃপুর লোকাকীর্ণ দেখিয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে পিতৃক্রোড়ে মস্তক নত করিলেন। রাজা অঙ্গুলিদ্বারা কন্যার চিবুক উত্তোলন করিয়া কহিলেন, বৎসে ! পুনর্ব্বার তোমারে ক্রোড়ে লইব এ আশা ছিল না। পরমেশ্বরের কৃপায়, আর এই যোগীবরের প্রসাদে অদ্য হারানিধি প্রাপ্ত হইলাম, এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসীর দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন। রত্নবতী এই কথা শুনিয়া সেই ভুবনমোহন কটাক্ষ সন্ন্যাসীর দিকে একবার ফিরাইলেন। ছদ্ম যোগিরূপী সুমন্ত রাজকন্যার রূপমাধুরী দর্শন করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ভাবিলেন, পরমেশ্বর এই সুবর্ণলতাটি কোন ভাগ্যবান তরুর আভরণ করিবার অভিপ্রায়ে সৃজন করিয়াছেন ? প্রিয়বন্ধু সুকুমারের অদৃষ্ট কি সুপ্রসন্ন, এই সৌন্দর্য্য-সরোবরের পদ্মফুলটি আজ তাঁহার হৃদয়-সরোবরে শোভা সম্পাদন করিবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া সন্ন্যাসী রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! আমি বিষয়-ত্যাগী যোগী, গৃহী হইতে আমার অভিলাষ নাই। তুমি অঙ্গীকার করিয়াছ, অদ্যেক

রাজ্যসহ এই কন্যারত্ন আমারে দান করিবে, কিন্তু আমি তাহা লইয়া কি করিব? আমি কহিতেছি যে, সুকুমার রাজকুমার আপনার দুহিতার জন্য সুদীর্ঘকাল কারা-বাস করিলেন, তাঁহারেই দান কর। রাজা তচ্ছ্রবণে উল্লসিত হইয়া শুভদিনে শুভলগ্নে সুকুমারকে রত্নবতী দান করিলেন। নগর উৎসবময়, রাজবাটী মঙ্গলময়, এবং রাজপথ আনন্দধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

এদিকে বাসরগৃহে মহিলাগণ বরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কেহ গবাক্ষদ্বারে বদনার্পণ করিয়া, কেহ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, কেহ বা অগ্রগামিনী হইয়া শ্রেণীবদ্ধ বাসন্তীতরুর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ওদিকে সন্ন্যাসী অমাত্যকে কহিলেন, মন্ত্রি! মহারাজকে বল, আমি অগ্র রাজপুত্রের সহিত বাসরগৃহে যামিনী যাপন করিব। মন্ত্রী এই কথা রাজাকে বলিবামাত্র রাজা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। মন্ত্রী সুকুমারের সহিত সন্ন্যাসীরে বাসরে লইয়া গেলেন। রাজকুমার সন্ন্যাসীকে নিকটে দেখিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। পূর্ব্বাবধি যে যে ঘটনা হইয়াছিল, সেইসকল বিপদের কথা তখন স্মৃতিপথারূঢ় হওয়াতে বন্ধুবিচ্ছেদে মন আকুল হইল। এই অবসরে সন্ন্যাসী নিজরূপ ধারণ করিয়া ঈষৎ হাস্যবদনে সুকুমারকে কহিলেন, বয়স্য! চিনিতে পার? এখন বল দেখি, ধন বড় কি বিদ্যা বড়? যুবরাজের শরীর লোমাঞ্চিত হইল। বিস্ময়ান্বিত হইয়া দেখিলেন, সেই আশৈশব-পরিচিত-বন্ধু সুমন্ত সম্মুখে উপস্থিত। তৎক্ষণাৎ তিনি হর্ষবিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া সাশ্রুনয়নে বন্ধুকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। আনন্দে তাহার মন এমনি বিহ্বল হইয়াছিল যে, পুনঃ পুনঃ বন্ধু বন্ধু শব্দ উচ্চারণ করিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অনিমিষলোচনে বন্ধুর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। দৃষ্টি আর ফিরিল না। উভয়ের চিত্তে জলধিতরঙ্গের ন্যায় প্রণয়হিল্লোল বহিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে সাগর যেমন বায়ুপ্রতিঘাতে বেলাকে আঘাত করে, সেইরূপ তাহাদিগের দুঃখজলধি চিন্তাবায়ুর প্রতিঘাতে স্ফীত হইয়া হৃদয়কে আঘাত করিতে লাগিল।

কন্যাজামাতা বাসরগৃহে কিরূপ প্রেমালাপ করে, পুরবাসিনীগণ সচরাচর তাহা দেখিতে অভিলাষিণী হন, তাহাতে আবার বাসরগৃহে সন্ন্যাসী আছে, এই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিবার জন্য তাঁহাদের কৌতূহল আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। যাঁহারা গবাক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা গৃহমধ্যে হঠাৎ সন্ন্যাসীর রূপপরিবর্তন, জামাতার সহিত আলিঙ্গন, জামাতার ক্রন্দন এবং পরস্পরের সস্নেহ-সম্ভাষণ দর্শন করিয়া

বিস্ময়াকুল মনে দ্রুতপদে রানীকে সংবাদ দিলেন। রানী সেই ব্যাপার দর্শনের অপেক্ষা না রাখিয়াই শয়নগৃহে গিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! এই অদ্ভুত বার্ত্তা শ্রবণ করুন। সন্ন্যাসীকে বাসরগৃহে রাখিয়াছেন বলিয়া কন্যাগণ কেহই তথায় যান নাই। জামাতা, রত্নবতী, আর সেই সন্ন্যাসী তিনজনেই বাসরে আছেন, ইতিমধ্যে সন্ন্যাসী যুবারূপ ধারণ করিয়াছেন। জামাতা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। রাজা এই আশ্চর্য্য ও অবিশ্বাস্য বাক্য শ্রবণে অতি ব্যস্ত হইয়া বাসরগৃহাভিমুখে চলিলেন। ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসী নাই, একটি দিব্য পুরুষের সহিত জামাতার কথোপকথন হইতেছে, রত্নবতী পার্শ্বে বসিয়া আছেন। রাজা রত্নবতীকে দ্বার খুলিতে বলিলেন। রাজার স্বর শুনিয়া সুকুমার আপনিই দ্বার খুলিয়া দিলেন। রাজা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই, "সন্ন্যাসী কোথায়? এই সুপুরুষ যুবাপুরুষ কে?" এই প্রশ্ন করিলেন। সুমন্ত নতশিরে উত্তর করিলেন, মহারাজ! আমিই সেই সন্ন্যাসী। রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। কহিলেন, এই আশ্চর্য্য ঘটনার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিতেছে! সুমন্ত প্রথমে তাহাদিগের বাল্যসখ্য, উভয় বন্ধুতে তর্ক, মীমাংসার্থ দেশভ্রমণে বহির্গমন এবং কপিরূপী তপস্বীর সহিত সাক্ষাৎ ও বরপ্রাপ্তি অবধি পরস্পর বিচ্ছেদ ও রত্নপুরে আগমন, পরিশেষে এই বিবাহ পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রাজা অভিনিবেশপূর্ব্বক এতদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সুমন্তের বিদ্যা-বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। কহিলেন, বৎস সুমন্ত! তুমি বলিয়াছিলে ধনাপেক্ষা বিদ্যা শ্রেষ্ঠ, তাহা যথার্থ, তোমরাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইলে। এইরূপ নানা কথাপ্রসঙ্গে কিয়ৎক্ষণ তথায় থাকিয়া রাজা শয়নগৃহে গমন করিলেন। রজনী প্রভাত হইলে রাজা সভাসীন হইয়া আপন মন্ত্রিকন্যার সহিত সুমন্তের পরিণয়-সম্বন্ধ স্থির করিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে বিবাহ হইল। সুকুমার ও সুমন্ত কিছুদিন শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া সস্ত্রীক স্বদেশে গমন করিলেন।